অসম্ভব ডেলিভারি · ৫

একটা কেক দুজনের

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ M
মাঝারি স্তর · ৯+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৫
একটা কেক দুজনের

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ M · মাঝারি স্তর · ৯+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

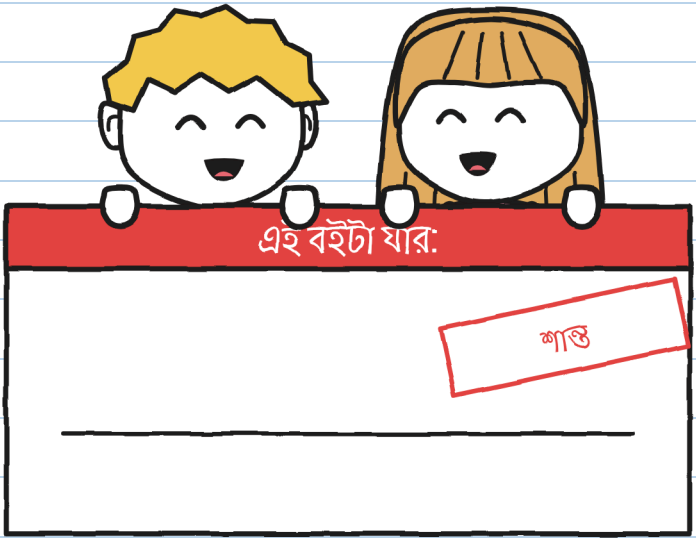
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের পঞ্চম বই। আগের বইগুলো: "এই পার্সেলটা কামড়ায়", "মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না", "ফেরত, দয়া করে" আর "এখানে নয়, টুকরো!"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় কোনো কেক চোট পায়নি। দুই টুকরো হয়েছে, ঠিকই। -হু.



শান্ত। যতক্ষণ না খুলছ। -হু.

যদি এটা পেয়ে যাও, ফিরিয়ে দিয়ো। কোনো সারপ্রাইজ নয়: সোজা মালিকের হাতে।

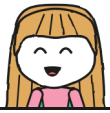
শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায় যা শুধু গল্পে ঘটে। সত্যিকারের ড্রাগন নেই। সত্যিকারের পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের পার্টির জন্য ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। এই খাতাটা ওর। শান্ত বিকেল ওর পছন্দ।



তুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে। গানবাজনার পার্টি ওর পছন্দ। আর সারপ্রাইজও।



তোনিও। বিজলির হয়ে ডেলিভারি দেয়, দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। যা ও ডেলিভারি দেয় না, তা হলো ধাপ্পা।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



এলিয়া। পাড়ার বেকারির মালকিন। ওঁর আছে একটা ওভেন আর দুটো হাত।



টুকরো। ড্রাগনের ছানা। ভেরার সঙ্গে থাকে। মোমবাতি ওর খুব পছন্দ। বড্ড বেশি।



৫ নম্বর পার্সেল। বাইরে থেকে সবগুলোর মতোই। লেবেলে লেখা: যেখানে এঁটে যায়, সেখানে বসান।



র. পাঠান সেই পার্সেলগুলো, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারে না। ওঁর নাম কেউ বলে না।

ডেলিভারির খাতা ৫
গুনির

শান্ত।



৪ নম্বর খাতাটা শেষ হয়েছিল টুকরো আমার জুতোর ভেতরে ঘুমিয়ে পড়ায়। এটা গোলাপি, কেকের আইসিংয়ের মতো, আর এতেও দোকানের সিলমোহর আছে।

প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। হুলিতা দেখতে চায়নি: ও উল্টো দিক থেকে পড়ে ফেলল।

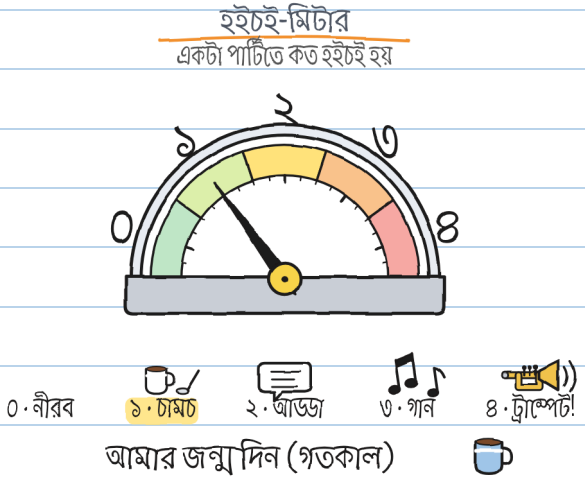
"শান্ত "কথাটা সেই লেখে, যে জানে না তার কপালে কী আছে। -হু.

অধ্যায় ১

দুটো নিমন্ত্রণ

গতকাল, শুক্রবার ১৬ তারিখ, ছিল আমার জন্মদিন। আমি বাড়িতে মায়ের সঙ্গে করেছি। ছিল লেবুর কেক আর দুটো কাপ। কেউ গান গায়নি। একদম নিখুঁত হয়েছিল।

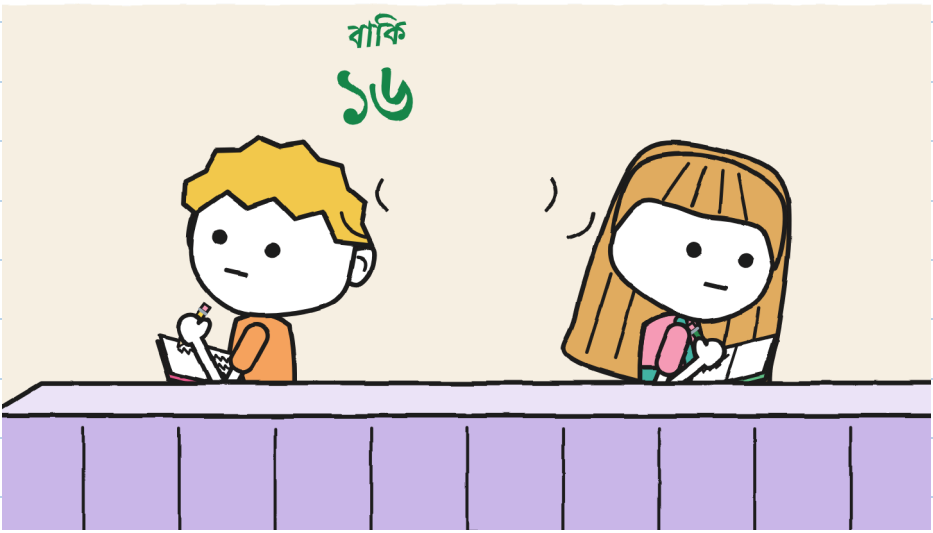
ঠিকঠাক লিখে রাখার জন্য আমি একটা যন্ত্র বানালাম।



১ মাত্রার জন্মদিন জন্মদিনই নয়। ওটা বিকেলের জলখাবার। -হু.

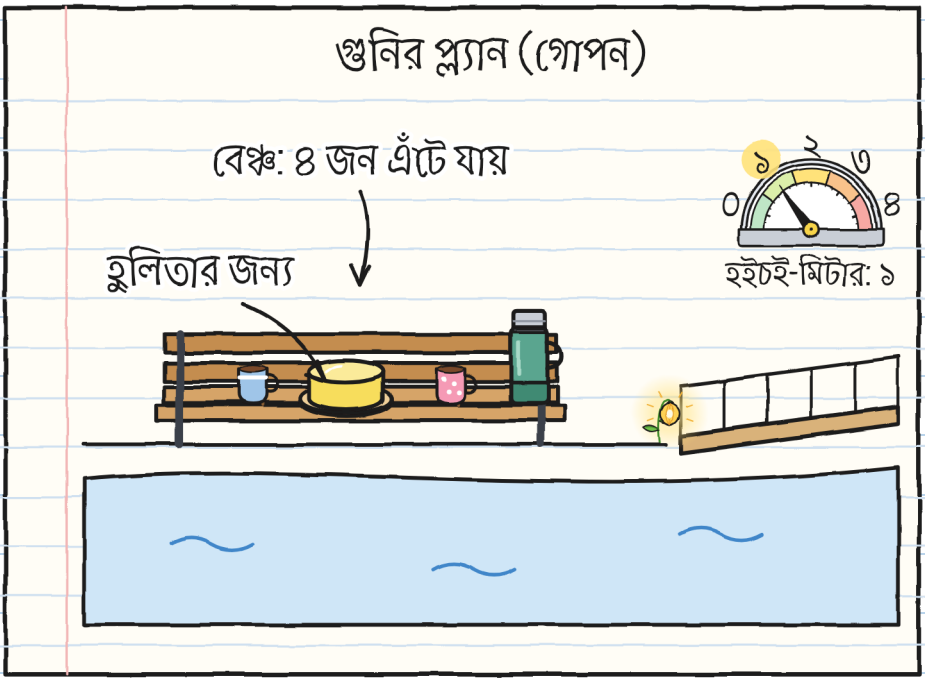
"বুধবার ২১ তারিখ আমার জন্মদিন," হুলিতা বলল। "আর আমরা কথা দিয়েছিলাম দুটো একসঙ্গে করব।"
"২১-এর পরে," আমি বললাম।
"শনিবার ২৪। বিকেল পাঁচটায়।"
"পাঁচটায়।"

দুজনেই লিখে রাখলাম। কেউ আর কিছু বলল না। পার্টিটা কেমন হবে, আমি আগেই জানতাম। হুলিতাও জানত।



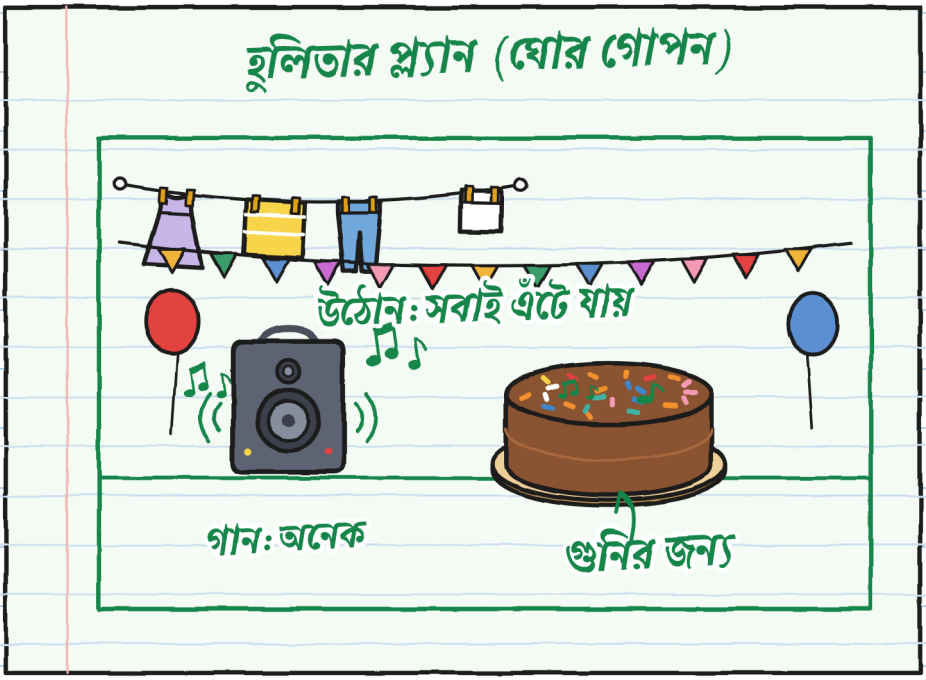
আমি যা জানতাম, তা এই: ঝুলিতার একটা শান্ত বিকেল দরকার। ও সবসময় ছুটছে, সময় মাপছে আর প্রশ্ন করছে। সাঁকোর বেঞ্চে হুইচই ছাড়া একটা জলখাবার ওর ভালোই লাগবে।

ওটা হওয়ার কথা ছিল সারপ্রাইজ। ওকে কিছু তৈরি করতে হতো না। শুধু আসতে হতো।



হুলিতার প্ল্যান আমি পরের শুক্রবার পর্যন্ত জানতাম না। এই পাতাটা ও পরে আমার খাতায় লিখেছে।

আমি যা জানতাম, তা এই: গুনির একটা সত্যিকারের পার্টি দরকার, গানবাজনা সমেত, ও নিজে না জানলেও। জিজ্ঞেস করলে ও "না" বলবে। তাই জিজ্ঞেস করি না। -হু.



দুপুরে তোনিও একটা ডেলিভারি সেরে ফিরে এল। সাইকেলটা দরজার সামনে রেখে নিজের বাক্স টায় বসল। আমি ওকে নিমন্ত্রণসহ চারটে নীল খাম দিলাম।

"একটা তোমার। বাকিগুলো মারা, ভেরা আর ফ্লোরার। এটা ফুলিতার জন্য সারপ্রাইজ। ওকে বলবে না।"

"সারপ্রাইজ আমি গোপন রাখি," তোনিও বলল।

ও না দেখেই খামগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল।



আমি খেতে চলে গেলাম। তখন হুলিতা তোনিওকে নয়টা সবুজ খাম দিল। শুক্রবার তোনিও আমাকে সেটা বলেছে।
"একটা তোমার। বাকিগুলো মারা, ভেরা, ফ্লোরা, এলিয়া, দন আন্তনিও, জোয়ে, ব্রুনো আর জুতোর দোকানের মালকিনের। এটা গুনির জন্য সারপ্রাইজ। ওকে বলবে না।"
"সারপ্রাইজ আমি গোপন রাখি।"

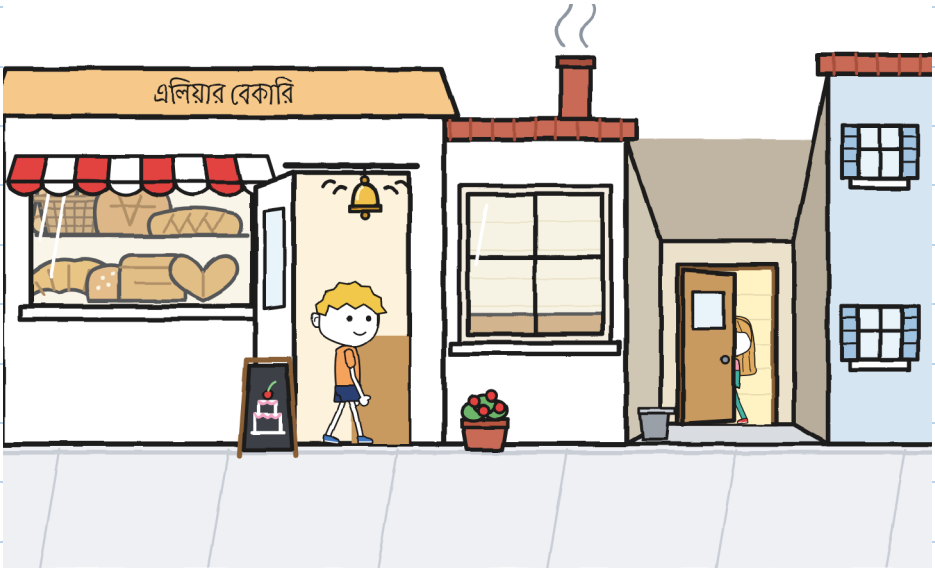
এবার তোনিও নিজের দুটো খামই খুলল, নীলটা আর সবুজটা। দুটোতেই একই কথা লেখা: শনিবার ২৪, বিকেল পাঁচটা।

তোনিও আমাকে যেভাবে বলেছিল



বিকেলে আমি একটা কেক অর্ডার করতে এলিয়ার বেকারিতে গেলাম। ঢুকতেই শুনলাম রান্নাঘরের দরজা বন্ধ হলো। মনে হলো একটা সবুজ ডাঙ্গারি দেখলাম।

ভাবলাম, ওটা অন্য একটা ডাঙ্গারি।



ওটা আমারটাই ছিল। এলিয়া আমাকে রান্নাঘর দিয়ে বের করে দিলেন। -হু.

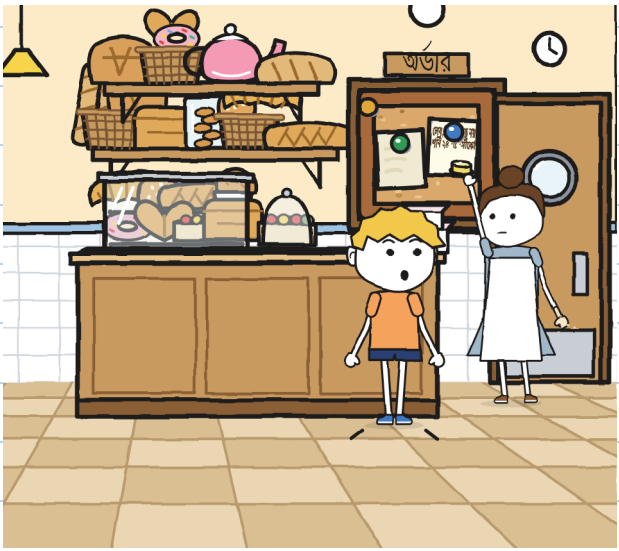
"লেবুর একটা ছোট কেক," আমি এলিয়াকে বললাম। "ওপরে কিছু থাকবে না। শনিবার ২৪ তারিখ, বিকেল পাঁচটায়, সাঁকোর বেঞ্চে। হুলিতার জন্য সারপ্রাইজ।"

এলিয়া একটা কাগজে লিখে নিলেন। তারপর তাঁর অর্ডারের বোর্ডের দিকে তাকালেন। সেখানে আগে থেকেই আরেকটা কাগজ ছিল, উল্টো করে রাখা।

"শনিবার ২৪ তারিখ বিকেল পাঁচটায়? ওই সময়ে আমার আরেকটা কেক আছে। অন্য জায়গার জন্য।"

"কার?"

"সেটা গোপন কথা। তোমারটার মতোই।"



ভাবলাম, ওটা অন্য কারও হবে। অক্টোবরে অনেকের জন্মদিন পড়ে।

"তোমার গোপন কথা আমি রাখব," এলিয়া বললেন। "আর অন্য খদ্দেরের কথাও। কিন্তু আমার আছে একটা ওভেন আর দুটো হাত। শনিবার পাঁচটায় দুটো হাতই একটা জায়গায় যাবে।"
"আর অন্য কেকটা?"
"সেটা ঠিক করতে হবে তোমাদের, যারা ওগুলো অর্ডার করেছ। আমি কেক বানাই। পার্টি নয়।"

আমি লিখে রাখলাম: "এলিয়া: একটা ওভেন, দুটো হাত, একটা জায়গা"।



আমাকে এলিয়া কথাটা বলেছিলেন পরদিন। আমিও "তোমাদের" কথাটা বুঝিনি। -হু.

বিকেলে দোকানে তোনিও কাউন্টারের ওপর ব্যাগ উপুড় করল। খামগুলো রং মিলিয়ে সাজাল: সবুজগুলো একদিকে, নীলগুলো আরেকদিকে। তারপর আবার গুনল।

"গুনি, তুমি কি লুলিতার সঙ্গে পার্টি নিয়ে কথা বলেছ?"

"না। ওটা সারপ্রাইজ।"

"আচ্ছা," তোনিও বলল। "বিজলিতে দুটো ঠিকানাওয়ালা পার্সেল দোকান থেকে বেরোয় না।"

"কোন দুটো ঠিকানা?"

"সেটা আমি বলতে পারব না। আমাকে বলতে মানা করা হয়েছে।"



তোনিও প্রতিটা রঙের একটা করে নিমন্ত্রণ ব্যাগের পকেটে রেখে দিল।
"এই দুটো আমার," ও বলল। "বাকিগুলো সোমবার ডেলিভারি দেব।"

তখন মারা ওপরের তাক থেকে ৫ নম্বরের বাক্স্র টা নামালেন,
সবগুলোর মতোই। ভেতরে কাঠের কিছু একটা ক্র্যাক করে উঠল।
"এলিয়া পাঁচটায় আসছেন," বললেন। "অবশেষে।"



এক পকেটে দুটো খাম। কেউ জানত না অন্যটার কথা। খামগুলো,
মানে। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
খোলা খাতাটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
প্রথম পাতায় আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম। হুলিতা উল্টো করে পড়ল।

সাইজ S · A2
প্রথম পাতায় আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম। হুলিতা দেখতে চায়নি। ও উল্টো দিক থেকে পড়ে ফেলল।

সাইজ M · B1
প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। হুলিতা দেখতে চায়নি: ও উল্টো দিক থেকে পড়ে ফেলল।

সাইজ L · B2
প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। হুলিতা চায়নি: ও উল্টো দিক থেকে পড়ে ফেলল।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই কেক। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো